দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 OCT 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩-৫

ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট

■ তানভীর হাসান তানু, ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

শিক্ষকসহ নানা সংকট নিয়ে চলছে উত্তরাঞ্চলের সীমান্ত ঘেঁষা জেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ। এর ফলে লেখাপড়ার দিক থেকে চরমভাবে পিছিয়ে এ কলেজের শিক্ষার্থীরা।

১০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ৯৮ জন শিক্ষক প্রয়োজন থাকলেও সরকারের নীতিমালায় পদ সৃষ্টি আছে ৮১ জন শিক্ষকের। এর মধ্যে কর্মরত আছেন মাত্র ৬৩ জন শিক্ষক। বর্তমানে কলেজটিতে ১০ জন সহযোগী অধ্যাপক, ১১ জন সহকারী অধ্যাপক এবং ৪২ জন প্রভাষক রয়েছেন। ১৮ জন শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে আছে। অনার্সের হিসাববিজ্ঞান বিভাগ একজন সহকারী অধ্যাপক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ চলছে একজন সহযোগী অধ্যাপক ও একজন প্রভাষক দিয়ে। ৫০ শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০ হাজার। এর মধ্যে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ১৫শ', ডিগ্রি (পাস) কোর্সে ৪ হাজার এবং ১৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্সে সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে।

১৯৫৯ সালে তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক এম আই কে খলিল বিডি কলেজ নামে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময় ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে মাত্র ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু হয় কলেজটির। ১৯৮০ সালে কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়। এরপর ১৯৮৪ সালে ডিগ্রি (পাস) পর্যায়ে উন্নীত হয়। জাতীয়করণের ১৭ বছর পর ১৯৯৭-৯৮ সালে বাংলা, ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও পদার্থ বিষয়ে স্নাতক (সম্মান/অনার্স) কোর্স চালু হয়। এর পরের বছর আরও অর্থনীতি, ইসলামের ইতিহাস, ব্যবস্থাপনা, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ও হিসাববিজ্ঞানসহ ৬টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। এরপর ২০১১ সালে দর্শন ও ইতিহাস এবং ২০১২ সালে রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়।

পোটা কলেজে ছাত্রীদের জন্য মাত্র ২টি কমনরুম আছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। একজন সহকারী লাইব্রেরিয়ান দিয়ে চলছে পাঠাগার। প্রায় ১৫ হাজার বই রয়েছে এ পাঠাগারটিতে। তবে পাঠাগারের নিজস্ব কোন ভবন নেই। একটি ক্লাসরুম পাঠাগার হিসেবে ব্যবহার হওয়ায় বসে পড়াশুনা করার জন্য নেই কোন ব্যবস্থা। ফলে শিক্ষার্থীদের বই নিয়ে নিজ উদ্যোগে পড়তে হয়। কলেজটির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে দূর-দূরান্ত থেকে নিজস্ব উদ্যোগেই তাদের কলেজে যাতায়াত করতে হয়। এ কলেজে একটি দোতলা ও একটি টিন সেডের ছাত্রাবাসে মাত্র ১শ' জনের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। ছাত্রাবাসটিতে নিজ খরচে লাইট ও ফ্যানের ব্যবস্থা করতে হয় বলে জানান ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র জিয়াউর রহমান।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র আকেরুল ইসলাম জানান, নিরাপত্তার জন্য একজন গার্ড থাকলেও সব সময় তিনি থাকেন না। এতে বহিরাগতরা ছাত্রাবাসে ঢুকতে পারে অনায়াসে। এদিকে, ছাত্রাবাসে আরও অন্তত ১শ' সিটের ভবন নির্মাণের দাবি জানান শিক্ষার্থীরা।

চারতলা বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস রয়েছে এ কলেজে। এতে ১শ' জনের থাকার ব্যবস্থা থাকলেও বর্তমানে আছেন ১৪০ জন ছাত্রী। তবে ১শ' সিটের আরও একটি ছাত্রীনিবাস নির্মাণের কাজ চলছে। এটি চালু হলে ছাত্রীদের আবাসন সংকট অনেকটা কেটে যাবে বলে জানান বাংলা বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্রী শিউলী আক্তার। অর্থনীতি বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী কবিতা আক্তার জানান, ভবনের ২টি তলায় ফ্যানের ব্যবস্থা নেই। এতে নানা সমস্যা পোহাতে হয় ছাত্রীদের। এছাড়াও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য এখানে নেই কোনো গেস্টরুম।

১৯৯৩ সাল থেকে এ কলেজে ছাত্র সংসদ নেই। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্রদের শাখা কমিটি থাকলেও ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না এখানে। বছরে ২/১ বার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সময় শুভেচ্ছা বিল্ডিং ছাড়া আর কোনো কার্যক্রমে দেখা যায় না তাদের। কলেজের উপাধ্যক্ষ আবু বক্কর ছিদ্দিক জানান, কলেজে শিক্ষক সংকটই হচ্ছে মূল সমস্যা। এছাড়াও ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ করা প্রয়োজন। পরিবহন ব্যবস্থারও প্রয়োজন রয়েছে।